চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের ১৫১৩ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয় ।

১৫১৩ তম এ আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, আবু নাসিফ খলিল, হুমায়ুন কবীর, বনলতা,শহিদুল ইসলাম,নটরাজ হারুন অর রশিদ, বেঙ্গলী,হোসেন মোহাম্মদ ফারুক, নুরুজ্জামান,কাজল গুরু,আহাদ আলী মোল্লা, এম এ মামুন, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।ইংরেজি সাহিত্যের উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহয়োগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান।

চিরায়ত সাহিত্য থেকে অভিনয় করেন শহিদুল রনি।অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল।

আলমডাঙ্গায় বণিক সমিতির নব নির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ

আলমডাঙ্গার বণিক সমিতির নবনির্বাচিত কার্যকারী পরিষদের শপথ গ্রহণ ও অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিজয়ীদের দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে বণিক সমিতির কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ।

অনুষ্ঠানে বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিঞা মিলনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব হাসান কাদির গনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি হাজী শমসের মল্লিক, সাবেক সভাপতি হাজী রফিকুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম পকু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম ঘেঁটু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলী, নবনির্বাচিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, কাপড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রহমান সিঞ্জুল।
অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে উপস্থাপনা করেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন। এসময় বিদায়ী কার্যকারী কমিটির সদস্যদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন হারদি এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক একেএম ফারুক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক সহ-সভাপতি এনামুল হক, মোহাম্মদ আলী, হারদি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রোকনুজ্জামান ডাবলু, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক হাজী রফিকুল আলম, শরিফুল ইসলাম, খবির উদ্দিন মার্কেটের মালিক রানা আহমেদ। এপর্বে নবনির্বাচিত কার্যকারী কমিটির শপথ পাঠ করান আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন,বণিক সমিতির ব্যবসায়ীদের এক সর্ব বৃহৎ সংগঠন। এ সংগঠনের নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানায়। ধন্যবাদ জানাই যারা বিগত কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকেও। আপনারা উভয়ে মিলে মিশে সংগঠনের স্বার্থে কাজ করবেন। আমার একটা পরামর্শ থাকবে,সমিতির সদস্যদের সুখে দুঃখে পাশে থাকবেন।

শপথ গ্রহণ করেন- বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিঞা মিলন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল- মামুন, সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, হাজী রফিকুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন মিয়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম লিটন, ক্রীড়া সম্পাদক হাবিবুর রহমান, ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল, দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন, এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, আঃ ওহাব কাবলু, জসিম উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন, ফারুক হোসেন, রেজাউল হক তোতা, রতন আলী, সাইদুল ইসলাম, খন্দঃ সজিব, সিরাজুল ইসলাম।

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মী সভা

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় হারদী মীর সামছদ্দীন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়।

কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামী লীগ হলো উন্নয়নের সরকার।আওয়ামীলীগ যখনই ক্ষমতায় আসে দেশের উন্নয়ন হয়। দেশের মানুষের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। আর বিএনপি হলো অগ্নি সন্ত্রাসের দল। দেশে কোন উন্নয়ন তারা করেনি। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তারা সন্ত্রাসীদের লালন পালন করেছে। মানুষ ঘরে ঘুমাতে পারেনি। গরু বিক্রি করা টাকা সন্ত্রাসীরা নিয়ে গেছে।
রাত বাহিনীর লোকজনকে বাড়ির ছাগল মুরগি জবাই করে খেতে দিতে হয়েছে। চাঁদা দিতে হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ দুূর্বিসহ জীবন কাটিয়েছে।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় আমাদের নেত্রীকে হত্যার জন্য আর্জেস গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল। এই বোমা বাইরে পাওয়া যায়না। আপনারা আপনাদের লোককে এই বোমা সরবরাহ করেছেন। আল্লাহ’র রহমতে সেদিন নেত্রী প্রাণে বেঁচে গেছে। দেশের মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন করেছেন। দেশের কোন উন্নয়ন করেননি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই সন্ত্রাস দমন করেছে। তৎকালিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছিলেন সন্ত্রাসীরা যদি মাটির নীচে থাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসবো। আজকে সন্ত্রাস দমন করেছে আওয়ামীলীগ সরকার। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। ফের যদি বিএনপি কোন ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে ওই সন্ত্রাসীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মানুষকে আবারও বিপদগ্রস্ত হতে হবে। সেজন্য এই কথাগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক,বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাঈদ,বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর মোহাম্মদ,বীর মুক্তিযোদাধা মারফত আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা বজলুর রহমান,আওয়ামীলীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন বেল্টু,মজিবুর রহমান,ময়নাল ইসলাম,মিন্টু,আব্দুল গাফ্ফার,তানসেন আলী ফারুক হোসেন টিপু প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজে নবাগত অধ্যক্ষের যোগদান

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের উদ্যোগে নবাগত অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর জেএম আব্দুর রকীবের যোগদান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে সরকারি কলেজের মিলনায়তনে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল মোনায়েম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদ্য যোগদান কারী অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর জে এম আব্দুর রকীব। এ সময় তিনি বলেন, আমাকে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দিলে আমি ও আমার স্ত্রী যোগদান করব কিনা দ্বিধাদন্দে ছিলাম। পরে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে আমার সহকর্মী বৃন্দ যোগদান করতে উৎসাহ দেন। কেউ কেউ বলেছে এই এলাকা খুব একটা ভাল না। তারপরও আমার সহকর্মীদের কথায় আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজে যোগদান করতে এসে, আপনাদের আতিথেয়তায় আমি ও আমার সহকর্মিরা মুগ্ধ হয়েছি। আমি কথা দিলাম আপনাদের সহায়তায় কলেজকে একটি মডেল কলেজে পরিনত করব। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিল্ডিং এর জন্য চেষ্টা করব। কলেজে লেখাপড়ার মান ফিরিয়ে আনতে সর্বচ্য চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তবে এক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগীতা বিশেষ প্রয়োজন। মনে রাখবেন শুধু অধ্যক্ষের রুম ও শিক্ষকদের রুম সাজিয়ে রাখলেই কলেজের উন্নতি হবে না। সব জায়গা সাজাতে হবে। এরপর আমি আপনাদের সাথে পুনঃরায় বৈঠক করব। শিক্ষার্থীদের সাথেও মতবিনিময় করব, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান

বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল মালেক, সহকারী অধ্যাপক সাইফুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শেখ শফিউজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক মহিতুর রহমান, সহকারি অধ্যাপক সাইদুর রহমান লিটন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক ডক্টর মাহবুব আলমের উপস্থাপানায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক খন্দকার ইকবাল হাসান, তাপস রশিদ, সিনিয়র প্রভাষক শরীয়ত উল্লাহ, প্রভাষক আমিরুল ইসলাম জয়।

আলোচনা সভার পূর্বে নবাগত অধ্যক্ষ দুপুর ১ টায় কলেজে যোগদান শেষে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল মোনয়েম এর কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরে নবাগত অধ্যক্ষকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান শিক্ষক পরিষদের সদস্যবৃন্দ। এর আগে নবাগত অধ্যক্ষ ড. আব্দুর রকিব কলেজে অধ্যক্ষের রুমে বসলে কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য বৃন্দ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে চুয়াডাঙ্গায় যুবলীগের আনন্দ মিছিল

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দারের নেতৃত্ব আনন্দ মিছিল করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সন্ধ্যা আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কার্যালয় হতে বর্ণাঢ্য আনন্দ মিছিল বাহির হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার হাসান চত্বর ঘুরে আবার জেলা যুবলীগের কার্যালয়ে এসে শেষ

হয়।

আনন্দ মিছিল পরবর্তী চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দার বলেন, কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশনা মোতাবেক আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর যুবলীগের সকল পর্যায়েয় নেতাকর্মীদের নিয়ে আনন্দ মিছিল বাহির করতে বলা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের পক্ষ থেকে সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর পরই আনন্দ মিছিল বাহির করা হয়।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও গণতন্ত্রের বিজয় হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবারো নৌকা ও আওয়ামী লীগের জয় হবে। এ-ই লক্ষ্যে আজ থেকে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় কর্মসূচি পালন করবে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ। একই সঙ্গে বিএনপি জামায়াত ডাকা অবৈধ অবরোধ বাধা দিয়ে যুবলীগের প্রত্যেক নেতাকর্মী অতন্দ্র পহরীর মতো প্রতিটি সরকারি অফিস আদালত ও সাধারণ মানুষের জান মালের রক্ষায় কাজ করবে ও পাহারা দিবে।

উক্ত আনন্দ মিছিলে সভাপতিত্বে করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দার।

এ সময় আনন্দ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য জুবায়ের আহমেদ সাব্বির, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ন-আহবায় সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু, জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাপু, আবুবক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর আজম খোকা সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদার বিভিন্ন ইউনিয়নে সড়ক ও মসজিদ নির্মান কাজের উদ্ধোধন

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ৭টি সড়ক নির্মান কাজ ও একটি মসজিদ নির্মান কাজে উদ্ধোধন করেছেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

গতকাল বুধবার দিনভর তিনি নাটুদহ ইউনিয়ের চন্দ্রদাস কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ের হুদাপাড়া নতিপোতা,ইউনিয়ের ভগিরাতপুর জুড়ানপুর, ইউনিয়ের দলীয়ারপুর, গোকুল খালী, লক্ষিপুর হাট এবং দামুড়হুদা ইউনিয়ের পুরাতন বাস্তপুরে ৩ কোটি ২৯ লাখ টাকা ব্যায়ে ৭টি সড়ক নির্মান কাজের ও ডিসি ইকো পার্কে মসজিদ নির্মান কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

উদ্ধোধনকালে হাজী আলী আজগার টগর বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের রুপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের স্বর্ন শেখরে। জাতির জনকের স্বপ্ন পৃরনে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। অবহেলিত এই জনপদের উন্নয়ন হয়েছে চোখে পড়ার মত।সারা বাংলাদেশসহ আমাদের এলাকায় রাস্তা ব্রীজ,কালভার্ট স্কুল, কলেজ,মাদ্রাসা মসজিদ, মন্দিরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্টানে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এ সব উন্নয়ন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বিএনপি-জামাত,তারা অহেতুক অরাজকতা সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচালসহ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের পায়তারা করছে। একাত্তরের পরাজিত শক্তি জামাত ও বিএনপি যতই অরাজকতা সৃষ্টি করুক না কেন এদেশের জনগন তা শক্তহাতে প্রতিহত করবে।তাই আসুন দেশের উন্নয়ন অব্যহত রাখতে বিরোধী দলের অপশক্তিকে রুখে দিতে আবারো নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনা সরকার গঠনে সহায়তা করি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু , দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা,কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম,দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন,দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়ায় কর্মী সভায় এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ভাংবাড়িয়া স্কুল প্রাঙ্গণে এ সভার আয়োজন করা হয়। কর্মি সভায়

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জেয়ার্দ্দার বলেন,বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই ১৫ বছরে দেশের মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছে,তা আর কেউ করে নাই। আমাদের সরকারের আমলে, সারের জন্য কৃষককে লাইন দিতে হয়না। গুলি খেয়ে মরতে হয়না। গ্রামে গ্রামে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের মানুষের চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রী ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। যে ক্লিনিক বিএনপির আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আজ মানুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে,কর্ণফুলি ট্যানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে,মেট্রোরেল চালু হয়েছে। মানুষ সুবিধা ভোগ করছে। প্রত্যেক উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ,মসজিদ মাদ্রাসা, ইলেকট্রিসিটিসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, আজকের এই জনসভায় যেসব কর্মি ভাইয়ের উপন্থিত হয়েছেন,আপনারা মানুষের কাছে গিয়ে নৌকার জন্য ভোট চান,আমরা যে উন্নয়ন করেছি, সে বিষয়ে মানুষকে বোঝান। কেনো নৌকায় ভোট দিবে না।

দেশের উন্নয়নের জন্য নৌকায় ভোট দিতে হবে। উন্নয়নের এই ধারা

অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।

ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে কর্মীসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়াদ্দার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদব শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, ভাংবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান, মুক্তিযোদ্ধা খোসদেল রহমান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আওয়ামীলীগ নেতা মেহেরপুর পল্লিবিদ্যুৎ সমিতির চেয়ারম্যান ও মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি জিনারুল ইসলাম বিশ্বাসের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি একরামুল হক বুড়ো, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফুজ্জামান নান্নু বিশ্বাস, আওয়ামীলীগ নেতা নাহিদ হাসনাত সোহাগ, ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আনিসুর রহমান, দুই নং ওনং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোয়েব আলী, ৪ নং ওয়ার্ড সভাপতি আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক, ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মিনারুল ইসলাম, ৮ নং সভাপতি বিল্লাল হোসেন, আওয়ামীলীগ নেতা মিনারুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ১০৫ পিস ইয়াবাসহ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার কামালপুরে ১০৫ পিস ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের কুমারি ইউনিয়নের কামালপুর মাঠপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন। গ্রেপ্তারকৃত আসামী হলেন, উপজেলা কুমারি ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে হাবিবুর রহমান সোহেল (৪৮)।

তিনি বলেন, তারা দীর্ঘদিন এলাকায় মাদকের ব্যবসা করে আসছিলেন। গতকাল বুধবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য ইয়াবা বিক্রয়ের সময় ১০৫ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মতবিনিময় ও আব্দুল মজিদ মেমোরিয়াল সায়েন্স কর্নার উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা স্বয়ম্ভর লাইব্রেরির উদ্যোগে বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় ও আব্দুল মজিদ মেমোরিয়াল সায়েন্স কর্নারের শুভ উদ্বোধনে করা হয়।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে জেস টাওয়ার ভবনে স্বয়ম্ভর লাইব্রেরির হলরুমে স্বয়ম্ভর লাইব্রেরির সভাপতি ও দি নিউনেশন পত্রিকার স্টাফ রিপোটার সাংবাদিক এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান কানাডার ক্যালগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনিস হক (রাজ)।

উল্লেখ্য শিক্ষক আব্দুল মজিদ আলমডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক ছিলেন এবং ড. আনিস হক রাজ তার নাতি ছেলে। দাদার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও স্মৃতি ধরে রাখতে ড. রাজ বাংলা